সংবাদ

তারিখ ... 11 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

এসএসসির ফরম পূরণ

কোচিং বাণিজ্য এবং বাড়তি ফি আদায়

রাকিব উদ্দিন

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় কোচিং বাণিজ্যের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ ও নানা খাতে বাড়তি ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে রাজধানীর বিভিন্ন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এলাকাভিত্তিক স্কুলগুলো সংঘবদ্ধভাবে ফরম পূরণ ও কোচিং ফি আদায় করছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে অর্থাৎ ফরম পূরণ, মডেল টেস্ট, কোচিং, স্কুল উন্নয়নসহ বিভিন্ন ফি পৃথকভাবে আদায় করছে। স্কুলগুলোতে তিন মাসের কোচিং ক্লাস ও মডেল টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের আসন বন্টনের নামেও পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায় হচ্ছে। স্কুলগুলো বিদ্যুৎ, জেনারেটর, পানি, প্রশংসাপত্র, সনদ, প্রত্যয়নপত্র, প্রশংসাপত্রের নামেও ইচ্ছেমতো ফি আদায় করছে। তবে দেশের ঐতিহ্যবাহী কিছু বিদ্যালয় বিগত

কোচিং : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

কোচিং : বাণিজ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছরের তুলনায় এবার ফরম পূরণের ফি কমও নিচ্ছে।

শিক্ষা বোর্ডগুলো এসএসসি'র ফরম পূরণের ফি নির্ধারণ করেছে এক হাজার ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক হাজার ৪০০ টাকা। অর্থাৎ বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের জন্য পৃথক হারে ফি এবং ব্যবহারিক বিষয়ের জন্যও পৃথক হারে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফরম পূরণের ফি সংগ্রহ করে স্কুলগুলোকে ১২ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে শিক্ষা বোর্ডের অনলাইনে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

দনিয়া একে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী জানায়, তার কাছ থেকে ফরম পূরণ, কোচিং, মডেল টেস্ট ও বিবিধসহ নেয়া হয়েছে ছয় হাজার ৪৪৫ টাকা। কিন্তু টাকা গ্রহণের রশিদে লেখা হয়েছে এক হাজার ৪৪৫ টাকা। বাকি টাকা রশিদের পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু বকর ছিদ্দিক সংবাদকে বলেন, 'বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে এক টাকাও বেশি নেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু স্কুলগুলো বেপরোয়া হয়ে টাকা আদায় করছে। বিষয়টি নজরদারির জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা দরকার। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট একটি নীতিমালাও থাকা প্রয়োজন। শিক্ষামন্ত্রীকেও বিষয়টি জানিয়েছি। আমি আবার মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুলে মডেল টেস্ট, কোচিং ফি'সহ এসএসসির ফরম পূরণে জনপ্রতি ফি আদায় করা হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার টাকা, ক্যামব্রিয়ান স্কুলে আদায় করা হচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার টাকা, যাত্রাবাড়ীর দনিয়া একে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে এসএসসির ফরম পূরণের ফি নিচ্ছে ছয় হাজার ৪০০ টাকা, পার্শ্ববর্তী এলাকার সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজে পৃথকভাবে ফরম পূরণ ও তিন মাসের কোচিং ফি'সহ আদায় করা হচ্ছে প্রায় দশ হাজার টাকা, আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নেয়া হচ্ছে সাড়ে ছয় হাজার টাকা, দনিয়ার বর্ণমালা বিদ্যালয়ে নেয়া হচ্ছে প্রায় সাত হাজার টাকা। ঢাকার বেইলী রোডে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীদের কাছ থেকে কোচিং ফি আদায় করা হচ্ছে এক হাজার ২০০ টাকা। এছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ ও জেনারেটর বিল ৫০০ টাকা, সিট বিতরণ ৩০০/৫০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে।

এদিকে বিভিন্ন স্কুলে ফরম পূরণ ফি বাড়ানো হলেও এবার এসএসসি ফরম পূরণ ফি কমিয়েছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারা শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত হারে অর্থাৎ এক হাজার ৪৭০ টাকা নিচ্ছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজেও বোর্ড নির্ধারিত ফি অনুযায়ী এসএসসির ফরম পূরণ করা হচ্ছে। যদিও এই দুটি প্রতিষ্ঠানে এখনও কোচিং ফি নির্ধারণ করা হয়নি।

এ বিষয়ে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য গোলাম আশরাফ তালুকদার সংবাদকে বলেন, 'আমরা কোচিং করাব না। তবে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করব। এর জন্য ফিও নির্ধারণ করা হবে মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুযায়ী।'

ফরম পূরণের নামে ইচ্ছেমতো ফি নির্ধারণ ও কোচিং ফি আদায়ের বিষয়ে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল কবির দুলু সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষা বোর্ড স্কুলের কোচিং বাণিজ্যের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে। কারণ মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকরা এখন দুর্নীতির কারিগরে পরিণত হয়েছে। তারা স্কুলে কোচিং সেন্টার চালাচ্ছে, বাসায় কোচিং বাণিজ্য করছে। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ দখলে নিয়েছে প্রভাবশালী রাজনীতিকরা। ফলে কেউ কাউকে পরোয়া করছে না।'